14.5.2 জনবিস্ফোরণের সমস্যা দূরীকরণের পন্থা :

জনবিস্ফোরণ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এই সমস্যা দেশের অর্থনৈতিক অনুন্নয়নের একটি অন্যতম কারণ। তার জনসংখ্যা বিস্ফোরণের সমস্যাগুলি দূর করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(1) **পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতনতা :** তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশগুলি পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতন নয়। তাই এই সমস্ত দেশের মানুষকে ছোটো পরিবারের সুবিধা সম্পর্কে সচেতন করা প্রয়োজন।

(2) **জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত প্রতিবিধানগুলির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি :** জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিবিধানগুলির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। যেমন—নির্বীজকরণ, জন্মনিরোধক ব্যবহার এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন প্রভৃতি।

(3) **ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস দূরীকরণ :** তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সন্তান-সন্ততি উৎপাদন সম্পর্কে বিভিন্ন ভ্রান্ত ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস আছে, যা বিভিন্ন ধর্মাবলির পিতা-মাতাদের অধিক সন্তান-সন্ততি জন্মদানে বাধ্য করে। এই ধরনের ধর্মীয় কুসংস্কার বন্ধ করা একান্ত প্রয়োজন।

(4) **অধিক সন্তান অধিক আয় এই ধারণার অবসান :** বিভিন্ন পশ্চাৎপদ শ্রেণিগুলির মধ্যে ধারণা আছে পরিবারে সদস্য সংখ্যা যত বেশি হবে পারিবারিক আয় তত বেশি হবে। এই ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটানো প্রয়োজন।

(5) **নারী শিক্ষার প্রসার :** জনসংখ্যা বিষয়ক নীতিকে কার্যকরী করতে হলে মাতৃকুলকে সঠিকভাবে সুশিক্ষিত করা প্রয়োজন, যাতে তারা জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়ক ধারণা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারে।

(6) **কন্যা সন্তান সম্পর্কিত অনীহা দূরীকরণ :** কন্যা সন্তান সম্পর্কিত অনীহার কারণে ভারতের মতো দেশগুলিতেও পিতা-মাতা পুত্রসন্তান লাভের আশায় অধিক সন্তান-সন্ততির জন্মদান করে। তাই কন্যা সন্তান সম্পর্কিত অবহেলার ধারণা দূর করা প্রয়োজন।

(7) **বাল্য বিবাহ তথা অপ্রাপ্তবয়স্ক বিবাহ বন্ধ করা :** তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত অঞ্চলগুলিতে পশ্চাদপদ শ্রেণির অল্পবয়সে বিবাহের রীতি আছে। ফলে তারা দীর্ঘ সময় ধরে সন্তান জন্মদান করে; যা জনবিস্ফোরণের অন্যতম কারণ। এ বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সামাজিক প্রথা নির্ধারণ করতে হবে।

(8) **শিক্ষার প্রসার :** জন বিস্ফোরণ সম্পর্কিত সমস্যা দূর করতে হলে, সার্বজনীনভাবে প্রকৃত শিক্ষার বিকাশ ঘটানো প্রয়োজন।

(9) **সরকারের দৃঢ় নীতি :** জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারকেও কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে চিনের জনসংখ্যা নীতির একটি মন্তব্য তুলে ধরা যেতে পারে। ***"We do not believe in anarchy and material production and we do not believe in anarchy in human reproduction. Man must control nature and he must also control his numbers."***

(10) **সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলির বাস্তবায়ন :** জনসংখ্যা বিষয়ক সরকারি নীতিগুলি বাস্তবায়িত করার জন্য সঠিক পদক্ষেপ নিতে হবে এবং সেগুলির সার্থক রূপায়ন ঘটাতে হবে।

● **উপসংহার :** পরিশেষে বলা যায়, জনগণের সঠিক সচেতনতা ও জনকল্যাণের ইচ্ছা আন্তরিকতা না হওয়া পর্যন্ত এই সমস্যা দূর করা সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর কথা স্মরণে আসে। তাঁর মতে— "Population control will not solve all problems, but other problems will not be solve without it."

14.6 জনসংখ্যা সম্পদ অঞ্চল (Population Resource Region) :

মানবীয় ভূগোলে "জনসংখ্যা সম্পদ অঞ্চল"-এর ধারণাটি অত্যন্ত আপেক্ষিক ও পরিবর্তনশীল। কারণ, পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের পরেই পার্থিব উপাদানগুলি ধীরে ধীরে, সম্পদ, পদবাচ্য হয়ে ওঠে। সভ্যতার উৎকর্ষতা মানুষকে

যেমন নিত্যনতুন সম্পদ উদ্‌ঘাটনে সাহায্য করেছে, তেমনই মানুষ নিজেই একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘ কাল-পরম্পরায় আমরা দেখেছি, মানবসম্পদের গুণমান, উৎপাদন, নিয়মনীতি, উদ্যোগ সবসময় সমাজের সম্পদের সাথে সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটাতে পারেনি। কারণ পৃথিবীর এমন কিছু অঞ্চল রয়েছে, যেখানে প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা কিংবা সম্পদের ঘাটতি পরোক্ষভাবে মানবসম্পদের বিকাশে অন্তরায় হয়েছে। এর ফলে পৃথিবীতে সম্পদ এবং জনসংখ্যার বণ্টনগত বৈষম্যতা যথেষ্ট প্রকট।

বস্তুত সম্পদ ব্যবহারের স্তরটি অর্থনৈতিক বিকাশের স্তর রূপে পরিগণিত হয়। সম্পদের সঙ্গে জনসংখ্যার ভারসাম্যে অভাব ঘটলেই জনসংখ্যা সম্পদ অঞ্চলের প্রকৃতিতে পরিবর্তন আসে। আধুনিক ভৌগোলিকদের অনেকেই আঞ্চলিক এবং আর্থসামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে সম্পদ কেন্দ্রিক জনসংখ্যার অগ্রগতি কিংবা জনসংখ্যার অগ্রগতির সঙ্গে সম্পদ বিকাশের বিশ্বব্যাপী প্রেক্ষাপট আলোচনা করেছেন। এদের মধ্যে **E. A. Ackerman** (1970) অন্যতম।

14.6.1 একারম্যান প্রদত্ত বিশ্ব জনসংখ্যা সম্পদ অঞ্চল (World population Region by Ackerman)

Edward Augustus Ackermen (1911-1973) ছিলেন একজন বিখ্যাত আমেরিকান ভূগোলবিদ। একারম্যান একসময় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, জনসংখ্যাবৃদ্ধি এবং পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিভিন্ন কমিটির উপদেষ্টামণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন। তাঁর কর্মজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে 1970 খ্রিস্টাব্দে একারম্যান বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা সম্পদ অঞ্চলের ওপর আলোকপাত করেন। পৃথিবীতে সম্পদগত অসমতা এবং জনসংখ্যার নিরিখে একারম্যানের এই প্রচেষ্টা যথেষ্ট প্রশংসনীয়।

14.6.2 ভিত্তি (Base)

বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা সম্পদ অঞ্চল নির্ধারণে একারম্যান তিনটি প্রাথমিক ভিত্তির কথা বলেছেন। এগুলি হল—

(i) জনসংখ্যা (Population)

(ii) সম্পদ (Resource)

(iii) কারিগরিবিদ্যা (Technology)

একারম্যানের মতে, এই তিনটি উপাদানের মধ্যে কারিগরিবিদ্যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। কারণ যেসমস্ত দেশ কারিগরি বিদ্যায় অত্যন্ত উন্নত, সেখানে দক্ষ মানবসম্পদের গুণে, সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার দেখা যায়। তাই এই সমস্ত দেশ আর্থিক দিক থেকে যথেষ্ট উন্নত। যেমন—যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ প্রভৃতি। আবার, কোথাও কারিগরিবিদ্যার অভাবে সম্পদের ব্যাবহারিক উৎকর্ষতা হ্রাস পায়, ফলে অঞ্চলটি সর্বাঙ্গীণ উন্নতির নিরিখে পিছিয়ে পড়ে। যেমন মেরু কিংবা মরুদেশীয় বিভিন্ন অঞ্চল।

14.6.3 শ্রেণিবিভাগ (Classification)

একারম্যান প্রযুক্তির নিরিখে জনসংখ্যা সম্পদ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সমগ্র পৃথিবীকে মোট পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করেছেন, যেমন—

1. যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের অঞ্চল (United State Type Region)

♦ **ধারণা (Concept) :** পৃথিবীর যে সকল অঞ্চল জ্ঞাত এবং সম্ভাব্য, উভয় প্রকৃতির সম্পদে পরিপূর্ণ এবং যেখানে জনসংখ্যা-সম্পদের অনুপাত তুলনামূলক কম থাকায় জীবন, জীবিকা, উৎপাদন, ভোগ, উদ্‌বৃত্ত প্রভৃতি দিক থেকে সমৃদ্ধির শীর্ষস্থানে রয়েছে, তাকেই, যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের জনসম্পদ অঞ্চল বলা হয়।

➤ **প্রেক্ষাপট (Background) :** বেশির ভাগ যুক্তরাষ্ট্রীয় জনসম্পদ অঞ্চলটির সামাজিক প্রেক্ষাপট বিগত 400 বছর আগে গড়ে উঠলেও, এখানকার সম্পদকেন্দ্রিক মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন 150-200 বছরের বেশি নয়। কারণ অঞ্চলটিতে

আদিম জনসংখ্যার তুলনায় নতুন জনগোষ্ঠীর (ইউরোপীয়) সংখ্যা বহুগুণে বেশি। মূলত অষ্টাদশ শতক থেকে বিংশ শতকের মধ্যেই এখানকার উন্নত কারিগরি দক্ষতা, শিল্পায়ন, নগরায়ণ, উন্নত আর্থসামাজিক নীতি প্রভৃতি অঞ্চলটিকে সর্বশ্রেষ্ঠ জনসম্পদ অঞ্চলে উপনীত করেছে।

➤ **বৈশিষ্ট্য (Characteristics) :**

i. যুক্তরাষ্ট্রীয় জনসম্পদ অঞ্চলে সমগ্র ভূমিভাগের নিরিখে জনসংখ্যা যথেষ্ট কম বা মধ্যম প্রকৃতির।
ii. প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যতায় এখানে উৎপাদন এবং ভোগ সর্বোচ্চ মাত্রায় রয়েছে।
iii. উন্নত প্রযুক্তি এবং দক্ষ মানবসম্পদে এখানকার জ্ঞাত এবং সম্ভাব্য উভয় প্রকৃতির সম্পদের সমৃদ্ধি ঘটিয়েছে।
iv. আয়তনে যুক্তরাষ্ট্রীয় জনসম্পদ অঞ্চলটি কিংবা এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি অন্যান্য সম্পদ অঞ্চলের তুলনায় যথেষ্ট বৃহৎ।
v. অঞ্চলটিতে শিল্প ও পরিকাঠামোর সর্বাধিক বিকাশ ঘটেছে।
vi. এই অঞ্চলের মানুষের মাথাপিছু আয় এবং জীবনযাত্রার মান যথেষ্ট উন্নত।

◆ **উদাহরণ (Example) :** আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, রাশিয়া (পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন) প্রভৃতি দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের জনসম্পদ অঞ্চল পরিলক্ষিত হয়।

◆ **মূল্যায়ন (Remarks) :** পৃথিবীর যুক্তরাষ্ট্রীয় জনসম্পদ অঞ্চলগুলি উন্নতি ও ভোগবিলাসিতার চরম শীর্ষে থাকলেও এই সমস্ত দেশগুলিতে এত বেশি পরিমাণ সম্পদ ব্যবহার করা হচ্ছে, যার ফলে জলসম্পদ, খনিজসম্পদ, অরণ্যসম্পদ প্রভৃতি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চলেছে। এভাবে প্রযুক্তির নেশায় পরিবেশকে দীর্ঘকাল ধরে উপেক্ষা করে চললে, অচিরেই এখানকার বেশ কিছু দেশ এই আঞ্চলিক সীমার বাইরে চলে আসবে। বর্তমানে রাশিয়া যেমন যুক্তরাষ্ট্রীয় পর্যায়ের প্রায় বাইরে চলে এসেছে।

➥ 2. ইউরোপীয় ধরনের অঞ্চল (Europian Type Region)

◆ **ধারণা (Concept) :** পৃথিবীর যে সকল অঞ্চল আয়তনে ছোটো এবং সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের নিরিখে জনসংখ্যা সম্পদের অনুপাত বেশি হওয়া সত্ত্বেও, উন্নত প্রযুক্তি ও মানব সম্পদের মেলবন্ধনে সেখানকার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হয়েছে, তাকেই **ইউরোপীয় ধরনের জনসম্পদ অঞ্চল** বলা হয়।

➤ **প্রেক্ষাপট (Background) :** ইউরোপীয় ধরনের জনসম্পদ অঞ্চলগুলিতে সভ্যতার বিকাশ বহুকাল আগেই ঘটেছে। যার ফলে এই অঞ্চলের অধিকাংশ দেশে উন্নত সামাজিক পরিমণ্ডল, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট, পুঁজিনির্ভর অর্থনীতি, রাজনৈতিক আদর্শ অবস্থা, এবং দ্রুত জনসংখ্যার বিস্তার লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু একসময় এখানকার আদর্শ মানুষ-জমি অনুপাত এবং মানুষের দক্ষ উদ্ভাবনী শক্তি ক্রমেই অঞ্চলটিকে উন্নতির শ্রেষ্ঠ স্থানে উপনীত করে।

➤ **বৈশিষ্ট্য (Characteristics) :**

i. ইউরোপীয় ধরনের জনসম্পদ অঞ্চলগুলিতে প্রাকৃতিক সম্পদের নিরিখে জনসংখ্যা সার্বিকভাবে বেশি।
ii. আয়তনে এই অঞ্চলের দেশগুলি যথেষ্ট ছোটো হওয়ায়, ভূমির বহন ক্ষমতা অনুযায়ী এখানকার সম্পদকে যথাযথ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।
iii. এখানে উচ্চমানের কারিগরি দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সম্পদের অপচয় রোধ করে, বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন ভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলা হয়।
iv. এই অঞ্চলের দেশগুলি যথেষ্ট শিল্পোন্নত এবং এখানকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের হারও যথেষ্ট বেশি।
v. এখানকার অধিকাংশ দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এখানকার উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর সর্বাধিক নির্ভরশীল।

♦ **উদাহরণ (Example) :** ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, বেলজিয়াম, ইতালি, সুইডেন প্রভৃতি দেশে ইউরোপীয় ধরনের জনসম্পদ অঞ্চলে গড়ে উঠেছে।

♦ **মূল্যায়ন (Remarks) :** বর্তমানে ইউরোপীয় জনসম্পদ অঞ্চলগুলিতে নিজেদের প্রয়োজনের নিরিখে নিরন্তর নতুন নতুন সম্পদের খোঁজ এবং শিল্প উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধির দিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। একদিকে এখানকার বাণিজ্যিকভিত্তিক অর্থনীতি, অন্যদিকে নির্বিচারে সম্পদ ব্যবহার এবং অপচয়ের ঘটনা এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদগুলির ওপর প্রভূত চাপ সৃষ্টি করেছে। এর ফলে এখানকার বেশ কিছু দেশ তাদের আগেকার মতো উন্নত জীবনধারা বজায় রাখতে সক্ষম হচ্ছে না।[ম]

এ প্রসঙ্গে ব্রিটেনের কথা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। কারণ একসময় এইদেশটি আর্থসামাজিক এবং সম্পদগত প্রেক্ষাপটে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ স্থানে ছিল। কিন্তু বর্তমানে এখনকার সমাজ ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামোয় যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে।

3. ব্রাজিলীয় ধরনের অঞ্চল (Brazilian Type Region)

♦ **ধারণা (Concept) :** পৃথিবীর যে সমস্ত অঞ্চলগুলিতে সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যার অনুপাত অনেক কম, কিন্তু অনুন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার নিরিখে সম্পদ ব্যবহারের একাধিক বাধা এখানে উন্নয়নের ধীরগতি বজায় রেখেছে, তাকেই **ব্রাজিলীয় ধরনের জনসম্পদ অঞ্চল** বলে।

➤ **প্রেক্ষাপট (Background) :** ব্রাজিলীয় ধরনের প্রায় বেশির ভাগ দেশগুলিতে জ্ঞাত এবং সম্ভাব্য উভয় সম্পদের প্রাচুর্য বহুকাল থেকেই রয়েছে। এখানকার বেশির ভাগ অঞ্চলগুলি আয়তনে বৃহৎ হলেও এখানে মানবসম্পদের কৃৎকৌশল বা সম নিপুণতার অভাব, উপযুক্ত পরিকল্পনার অভাব, অনুন্নত প্রযুক্তি প্রভৃতির ফলে সম্পদের ব্যবহারকে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় নিয়ে যেতে পারেনি। এর ফলে একাধিক আর্থসামাজিক প্রতিবন্ধকতায় ব্রাজিলীয় ধরনের জনসম্পদ অঞ্চল গড়ে উঠেছে।

➤ **বৈশিষ্ট্য (Characteristics) :**

i. ব্রাজিলীয় ধরনের অঞ্চলগুলি যে পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর, তার তুলনায় এখানকার জনসংখ্যা যৎসামান্য।

ii. আয়তনে এই সম্পদ অঞ্চলগুলি যথেষ্ট বড়ো হয়ে থাকে।

iii. এই অঞ্চলে একাধিক সম্ভাব্য সম্পদের প্রাচুর্য থাকলেও, এখানকার প্রযুক্তিগত অদক্ষতা সম্পদের ব্যাবহারিক মাত্রার যথাযথ বিকাশ ঘটায়নি।

iv. এই অঞ্চলের অধিকাংশ দেশগুলিকে একাধিক সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, রাজনৈতিক বিরোধ প্রভৃতির সম্মুখীন হতে হয়।

v. তা ছাড়া এখানকার বেশির ভাগ অঞ্চলে প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা এতটাই বেশি, যা কৃষিশিল্পের বিকাশে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। তাই এখানকার জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত অনুন্নত প্রকৃতির।

♦ **উদাহরণ (Example) :** লাতিন আমেরিকার ব্রাজিল, ভেনেজুয়েলা, চিলি, কলম্বিয়া, প্যারাগুয়ে, মধ্য আর্জেন্টিনা এবং মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, কুয়েত, কিউবা প্রভৃতি ক্রান্তীয় অঞ্চলগুলি ব্রাজিলিয়ান শ্রেণির অন্তর্গত।

♦ **মূল্যায়ন (Remarks) :** বাস্তবে ব্রাজিলীয় ধরনের জনসম্পদ অঞ্চলটি যথেষ্ট সম্ভাবনাময়। সম্প্রতি এখানকার অধিকাংশ দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশ কিছুটা বেশি। যদি এখানকার জনসংখ্যাকে সুস্থিত রেখে প্রযুক্তিগত উন্নতি ঘটানো যায়, তাহলে কোনো একসময় অঞ্চলটি ইউরোপীয় ধরনের অঞ্চলে উপনীত হবে। নাহলে এই জনসম্পদ অঞ্চলটি ক্রমশ মিশরীয় শ্রেণীর মতো ভারসাম্যহীন জনসম্পদ অঞ্চলে প্রবেশ করবে।

➥ 4. মিশরীয় ধরনের অঞ্চল (Egyption Type Region)

♦ **ধারণা (Concept) :** পৃথিবীর যে সমস্ত অঞ্চলে সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যার পরিমাণ অনেক বেশি এবং প্রযুক্তিগত দিক থেকে কিছুটা পিছিয়ে থাকার জন্য উন্নয়নের হার যথেষ্ট কম, তাকেই **মিশরীয় ধরনের অঞ্চল** বলা হয়।

➤ **প্রেক্ষাপট (Background) :** মিশরীয় ধরনের অঞ্চলগুলিতে প্রথম থেকেই জনসংখ্যার নিরিখে প্রাপ্ত সম্পদের মাত্রা যথাযথ নয়। এখানকার সীমিত কৃষিজমিতে উৎপাদনের হার উল্লেখযোগ্য ভাবে কম। তা ছাড়া অনুন্নত প্রযুক্তি ও শিল্পজাত কাঁচামালের অভাবে, এখানে অর্থনৈতিক নানান প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার ফলে জনসংখ্যা এবং সম্পদের আনুপাতিক ভারসাম্যহীনতা বর্তমান অঞ্চলটিকে নিম্ন জনসম্পদ অঞ্চলে উপনীত করেছে।

➤ **বৈশিষ্ট্য (Characteristics) :**

i. মিশরীয় ধরনের অঞ্চলে বর্ধিত জনসংখ্যার পরিমাণ যেমন অত্যধিক, তেমনই প্রাপ্ত সম্পদের মাথাপিছু মাত্রাও ক্রমনিম্ন হয়ে থাকে।

ii. এই অঞ্চলের বেশকিছু দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের মাত্রা বেশি থাকলেও বর্ধিত জনসংখ্যা, অদক্ষ মানবসম্পদ এবং অনুন্নত প্রযুক্তি সম্পদের সার্বিক বিকাশ ঘটাতে পারেনি।

iii. এখানকার যাবতীয় অর্থনীতি আমদানিভিত্তিক বাণিজ্য নির্ভর।

iv. অঞ্চলটিতে কৃষিভিত্তিক জীবিকার প্রাধান্য থাকলেও শিল্পোন্নতির হারে অত্যন্ত অনগ্রসর।

v. সমগ্র অঞ্চলটি যাবতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে পিছিয়ে থাকার জন্য বেকারত্ব, দারিদ্রতা, মূল্যবৃদ্ধি, অপরাধ প্রবণতা এখানকার অনিবার্য জীবনপ্রণালী।

♦ **উদাহরণ (Example) :** পৃথিবীর প্রায় সমস্ত মহাদেশেই মিশরীয় ধরনের জনসম্পদ অঞ্চল পরিলক্ষিত হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—দক্ষিণ এশিয়ার ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, পূর্ব এশিয়ার চিন ও কোরিয়া, পশ্চিম এশিয়ার আফগানিস্তান, সাইপ্রাস, লেবানন, তুর্কি, আফ্রিকার মিশর, মরক্কো, আলজিরিয়া, তিউনেশিয়া, ইউরোপের গ্রিস, সিসিলি এবং দক্ষিণ আমেরিকার পেরু, গুয়াতেমালা, কলম্বিয়া, হাইতি প্রভৃতি।

♦ **মূল্যায়ন (Remarks) :** পৃথিবীর মিশরীয় ধরনের জনসম্পদ অঞ্চলগুলিতে আর্থসামাজিক বৈষম্যতার একাধিক চিহ্ন থাকলেও, এখানকার ভারত ও চিনের মতো বেশ কিছু দেশে বিগত দুই দশকে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার আশানুরূপ ভাবে কমেছে। কারিগরি ও প্রযুক্তিগত পরিমণ্ডল যথেষ্ট প্রসারিত হওয়ায় এই সমস্ত দেশ তাদের সম্পদগত বাধা অনেকটাই কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। ফলে, এই দেশগুলি উন্নয়নের প্রশস্ত পথ ধরে কোনও একসময়ে হয়তো ইউরোপীয় জনসম্পদ অঞ্চলে উপনীত হতে পারবে।

কিন্তু এই অঞ্চলে এমন কিছু দেশ রয়েছে, যেখানে ক্রমবর্ধিত জনসংখ্যা, প্রথাগত প্রযুক্তি, স্বল্প বিনিয়োগ প্রভৃতি উন্নয়নে সবচেয়ে বড়ো বাধা। সেই কারণে এই সমস্ত দেশগুলির আর্থসামাজিক উন্নয়নের সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ।

➥ 5. সুমেরু—মরু ধরনের অঞ্চল (Arctic-Desert Type Region)

♦ **ধারণা (Concept) :** পৃথিবীর যে সমস্ত অঞ্চলগুলি সীমাহীন সম্পদে পরিপূর্ণ হলেও, একাধিক প্রতিবন্ধকতার কারণে অঞ্চলটি জনবিরল এবং অনুন্নত প্রযুক্তির নিরিখে অত্যন্ত পশ্চাদগামী, তাকেই **সুমেরু—মরু ধরনের জনসম্পদ অঞ্চল** বলে।

➤ **পটভূমি (Background) :** সুমেরু—মরু দেশীয় জনসম্পদ অঞ্চলগুলি সাধারণত বরফাবৃত, শুষ্ক-শীতল কিংবা উষ্ণ শুষ্ক উদ্ভিদহীন হয়ে থাকে। প্রতিকূল ভূপ্রকৃতি এবং জলবায়ুগত প্রেক্ষাপটে অনগ্রসর এই জনসম্পদ অঞ্চলটি গড়ে উঠেছে।

➤ **বৈশিষ্ট্য (Characteristics) :**

i. সুমেরু—মরু ধরনের জনসম্পদ অঞ্চলটিতে মানুষের জ্ঞাত সম্পদের পরিমাণ কম, কিন্তু সম্ভাব্য সম্পদের পরিমাণ তুলনামূলক বেশি।

ii. প্রকৃতিগত দিক থেকে অঞ্চলটি বৃহৎ হলেও, অত্যন্ত নির্জন ও জনবিরল।

iii. প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাবে এখানে বহু সম্পদ এখনও অনাবিষ্কৃত থেকে গেছে।

iv. এখানে ভূমির কার্যকারিতা যথেষ্ট কম এবং ভূমিকেন্দ্রিক মানুষের বসবাস বিক্ষিপ্ত প্রকৃতির।

v. এখানকার সম্পদ উৎপাদন এবং ভোগের মাত্রাও অতিসামান্য।

vi. পৃথিবীর সমস্ত জনসম্পদ অঞ্চলগুলির তুলনায়, সুমেরু-মরু ধরনের অঞ্চলটি আর্থসামাজিক দিক থেকে অত্যন্ত পশ্চাৎগামী।

♦ **উদাহরণ (Example) :** হিমমণ্ডলীয় গ্রিনল্যান্ড, আন্টার্কটিকা, উত্তর আমেরিকার উত্তরাংশ এবং উষ্ণমণ্ডলীয় সাহারা ও কালাহারি মরুভূমি (আফ্রিকা), থর মরুভূমি (এশিয়া), মধ্য অস্ট্রেলিয়া ওশিয়ানিয়া শুষ্ক অংশ প্রভৃতি সুমেরু মরু ধরনের জনসম্পদ অঞ্চলের অন্তর্গত।

♦ **মূল্যায়ন (Remarks) :** সমগ্র সুমেরু মরু ধরনের অঞ্চলে একাধিক প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা উন্নয়নে প্রধান বাধা হলেও, এখানকার সম্ভাব্য সম্পদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এখানকার মানবসম্পদ ও প্রযুক্তির উন্নয়নের ওপর। বাস্তবে, এখানকার সম্ভাব্য প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণে পরিবেশ সংক্রান্ত নানান বিধিনিষেধ থাকায়, এখানকার বহু সম্পদই অনাবিষ্কৃত থেকে গেছে। এমনকি, জ্ঞাত সম্পদ আহরণের ব্যাপারেও এখানকার বহু দেশ দ্বিধাগ্রস্ত থাকে। তাই অর্থনৈতিক উদ্যোগের অভাব ক্রমেই অঞ্চলটির উন্নয়নে পরিপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে।